অতএব গাওয়া শব্দটির মূল ধাতু 'গাহ্' কোন প্রকারেই হইতে পারে না। ইহার প্রকৃত মূল ধাতু 'গা', তাহা হইতেই প্রাচীন ও আধুনিক বাংলায় 'গায়', 'গাও,' ও 'গাই'; যেমন 'যা' ধাতু হইতে 'যায়,' 'যাও,' ও 'যাই'। এই 'যা' ধাতুর নিয়মানুমোদিত শব্দ যেমন 'যা'ব', 'যা'বেন,' 'যা'বার' তেমনি 'গা' ধাতু গঠিত শব্দও 'গা'ব, 'গা'বেন,' 'গা'বার'। অতএব এই শব্দগুলির বিশুদ্ধতায় সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। সাধু-ভাষায় এই প্রকার শব্দের শিষ্ট প্রয়োগের অন্ত নাই; যেমন,

"গা'ব গান খুলি হরিবার।' 'মহিলা-কাব্য'—৺সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

প্রতিপক্ষ একটি কথা বলিতে পারেন যে স্বর-সংযুক্ত 'হ'-ধ্বনির উচ্চারণ প্রাচীন বাংলাতেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, এবং স্বরধ্বনি সেই স্মৃতিরক্ষা করিয়া আসিতেছে। কিন্তু তাহার উত্তরেও এই বক্তব্য যে প্রাচীন এমন কি মধ্যযুগের বাংলা ভাষাতেও স্বর-সংযুক্ত 'হ'-ধ্বনি লুপ্ত হইতে দেখা যায় না; যেমন,

"টাল ত মোর ঘর 'নাহি' পড় বেষী"—বৌদ্ধগান, চর্য্যা ৩৩

"কাহ্ন মোর কুটুম্ব সহোদর 'নাহি' মতী।"—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, পৃঃ ৩৫৮

"কাহ্ন দেখি বাট ত যমুনা থাহা দিল।"—ঐ পৃঃ ৫

এই প্রকার আরও বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলিতে দেখিতে পাই যে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলাতেও 'নাহি', 'থাহা' (আধুনিক বাংলায় 'নাই', 'থা') 'হ'-সংযুক্তই রহিয়াছে, 'নাই', 'থা' হয় নাই। তেমনি গান গাওয়া শব্দটির ধাতু যদি 'হ'-যুক্ত অর্থাৎ 'গাহ্' হইত তাহা হইলে তজ্জাত শব্দগুলি হইতেও 'হ'-ধ্বনি বিলুপ্ত হইত না, কিন্তু পূর্ব্বে যে দৃষ্টান্তগুলি উদ্ধৃত করিয়াছি তাহা হইতেই দেখা যাইবে যে ঐ ধাতুনিষ্পন্ন শব্দ কদাচ 'হ'-যুক্ত হয় নাই, যেমন, 'গাইল', 'গাএ' ইত্যাদি। অতএব "বাংলা গাওয়া শব্দটার মূলধাতু 'গা হ' নহে ইহার মূল ধাতু 'গা'। সংস্কৃতেও (অদাদিগণীয়) 'গা' ধাতুর অস্তিত্ব রহিয়াছে, ইহা একেবারে আভিজাত্য বর্জ্জিত নহে।

অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের সাধুভাষায় (বিশেষতঃ কবিতায়) গান গাওয়া অর্থবাচক শব্দে কোন কোন স্থানে 'হ' বর্ণটির উদয় হইয়াছে। যেমন,

"গাহিছে কাশীনাথ নবীন যুবা"—গান ভঙ্গ (রবীন্দ্রনাথ)

"গলা ছাড়িয়া গান গাহ।"—ঐ

"গাহিবে একজন খুলিয়া গলা"

কিন্তু, "আরেক জনে গাবে মনে।"—ঐ

উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলিতে অর্ব্বাচীন 'গাহ্' ও প্রাচীন 'গা' উভয় ধাতুরই প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। এমন কি একই বাক্যে দ্বিবিধ ধাতুনিষ্পন্ন দুইটি শব্দই বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই "গাহ্" ধাতুটি কৃত্রিম। ছন্দানুরোধে কবিতার যে সমস্ত চরণে স্বরবর্ণের লঘু উচ্চারণ পরিহার করিবার প্রয়োজন হইয়াছে, সেই সব স্থলেই স্বরের উচ্চারণকে মহাপ্রাণে উন্নত করিয়া 'হ' সংযুক্ত করা হইয়াছে। এমন অন্যান্য শব্দেরও দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে; যেমন,

"সঘনে বলে বাহা বাহা"—গানভঙ্গ (রবীন্দ্রনাথ)

"সেথানে গান নাহি জাগে।—ঐ

যদিও 'বাহা' ও 'নাহি' ইত্যাদি শব্দ হইতে আধুনিক বাংলায় 'হ'-ধ্বনির উচ্চারণ বহুকাল হইল লুপ্ত হইয়াছে তথাপি ব্যঞ্জন-ধ্বনিবহুল ছন্দের উচ্চারণ-গৌরব রক্ষা করিবার নিমিত্ত স্বর-ধ্বনিতেও 'হ' (ব্যঞ্জন)-যুক্তি করা হইয়াছে। কবিতার এই প্রকার দৃষ্টান্ত হইতেই আধুনিক বাংলার সাধুভাষার ওজস্বিনী গদ্য-রচনায়ও এই প্রকার স্বরকে 'হ'-যুক্ত aspirated করা হইয়া থাকে। সেই জন্য বলিয়াছি "গাহ্" ধাতুটি কৃত্রিম, ও অর্ব্বাচীন এবং ইহা কথ্য ও স্বভাবজ "গা" ধাতুর কপট ভদ্র-বেশ মাত্র। অতএব ইহাকে প্রকৃত আভিজাত্যের মর্য্যাদা দেওয়া যাইতে পারে না।

(২)

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "শব্দতত্ত্বের একটি তর্ক" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন "গান গা'ব" বাক্যের "গা'ব" শব্দটিকে আমি অশুদ্ধ প্রয়োগের দৃষ্টান্ত-স্বরূপে উল্লেখ করিয়াছি।

আমি ঐ প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছি তাহার কিয়দংশ পুনরায় উদ্ধৃত করিয়া আমার বক্তব্যটি পরিষ্কার করিতে চাই। আমি লিখিয়াছি:—

"পূর্ব্বেই বলিয়াছি জীবন্ত ভাষা সর্ব্বথা এবং সর্ব্বদা ব্যাকরণের নিয়ম মানিয়া চলে না। যে-ভাষা অন্ধের মত ব্যাকরণকে সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করিয়া চলে সে-ভাষার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। সংস্কৃতই তাহার প্রমাণ। অথচ প্রাকৃত ভাষা যুগে যুগে পরিবর্তিত হইয়া আজ পর্যন্ত সঞ্জীবতা রক্ষা করিয়া চলিতেছে। প্রতিষ্ঠাবান্ লেখকগণ ব্যাকরণের অননুমোদিত পদ ও ভাষার ব্যবহার করেন। তথাকথিত অশুদ্ধ পদও বিশেষ বিশেষ অর্থে চলিয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ গাহিব অর্থে কোথাও কোথাও 'গাব' লিখিয়াছেন।...উল্লিখিত পদগুলি অধুনা প্রচলিত ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে অচল হইলেও, পরবর্ত্তী কালে যে ব্যাকরণ রচিত হইবে তাহাতে শুদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইবে।"

শুদ্ধি অশুদ্ধি বিচারকালে ব্যাকরণের সাক্ষ্যই একমাত্র নির্ভরস্থল নয়। তাহা হইলে 'মণীষা' 'শকন্ধু' 'সীমন্ত' 'হিরণ্ময়' প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃত ভাষায় অপাংক্তেয় হইয়া যাইত। মহর্ষি চার্বাক তাঁহার ভস্মীভূত দেহের অন্তরালে চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইতেন। বৈয়াকরণের রোষাগ্নি মহাদেবের ক্রোধানল অপেক্ষা তীব্রতর হইলে 'মন্মথ' দেবের পুনরাবির্ভাব সম্ভব হইত না। সমাসের প্রধান বিশেষত্ব অস্বীকার করিয়াও অলুক্ সমাস সমাস বলিয়াই গণ্য হইয়াছে। ব্যাকরণের সাধারণ বিধি ইহাদের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয় নাই। স্ব স্ব শক্তিবলে ইহারা ভাষায় নিজ নিজ আসন অধিকার করিয়া বসিয়াছে। বৈয়াকরণ তাহাদের জন্য বিশেষ বিধি রচনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের 'গাব'ও সাধারণ বিধিতে পড়ে নাই, তাহার জন্য বিশেষ বিধি আবশ্যক।

এই প্রসঙ্গে যে সাধারণ বিধির উল্লেখ করিয়াছিলাম রবীন্দ্রনাথই তাহা সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন। বীম্‌স্ সাহেব যখন 'খেতে' 'পেতে' 'যেতে'র সহিত 'গাইতে' 'চাইতে' 'নাইতে'র সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে না পারিয়া গাহ্ চাহ্ নাহ্ প্রভৃতি ধাতুমূলকে নাতিপ্রচলিত বলিয়া হাল ছাড়িয়া দিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথই তখন তাঁহার পরিত্যক্ত হাল ধরিয়া অনায়াসে তরণী তীরস্থ করেন। বাংলা ভাষাতত্ত্বে তাঁহার সেই নিয়মটি একটি প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। সেই নিয়মের বলে বহু শব্দের মূল নির্ণয় সম্ভব ও সহজসাধ্য হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছিলেন:—

"খাইতে গাইতে চাইতে ছাইতে ধাইতে পাইতে বাইতে ও যাইতে। এই নয়টির * মধ্যে কেবল খাইতে পাইতে ও যাইতে এই তিনটি শব্দ মাত্র বীম্‌স্ সাহেবের নিয়ম পালন করে।† বাকি ছয়টি অন্য

* তালিকায় নয়টি নাই, আটটি ধাতুর উল্লেখ আছে।

† অর্থাৎ খেতে পেতে ও যেতে হয়।

নিয়মে চলে। এই ছয়টির মধ্যে চারিটি শব্দের মাঝখানে একটা 'হ' লুপ্ত হইয়াছে দেখা যায়,—যথা,—গাহিতে, চাহিতে, নাহিতে ও বাহিতে (বহন করিতে)। হ আশ্রয় করিয়া যে ইকারগুলি আছে তাহার বল অধিক দেখা যাইতেছে। ইহার অনুকূল অপর দৃষ্টান্ত আছে। করিতে, চলিতে প্রভৃতি শব্দে ইকার লোপ হইয়া কর্‌তে চল্‌তে হয়;...কিন্তু বহিতে, সহিতে, কহিতে শব্দের ইকার বইতে, সইতে, কইতে শব্দের মধ্যে টি'কিয়া যায়। অথচ সমস্ত বর্ণমালায় হ ব্যতীত আর কোন অক্ষরের এরূপ ক্ষমতা নাই।"—'শব্দতত্ত্ব' (নূতন সংস্করণ), পৃ. ৭৯।

হ-অন্ত সকল ধাতুই প্রায় সব স্থানে তাঁহার এই নিয়মের বন্ধনে ধরা দিয়াছে। নিম্নের তালিকায় তাহা দেখা যায়।

		√গাহ্	√চাহ্	√নাহ্	√খা	√পা	√যা
নিত্য অতীত		গাইত	চাইত	নাইত	খেত	পেত	যেত
অচির অতীত		গাইল	চাইল	নাইল	খেল	পেল	×
কৃদ্‌যোগে	-ইতে	গাইতে	চাইতে	নাইতে	খেতে	পেতে	যেতে
	-ইলে	গাইলে	চাইলে	নাইলে	খেলে	পেলে	×

নিত্য ভবিষ্যতের প্রত্যয়ও উল্লিখিত প্রত্যয়গুলির অনুরূপ বলিয়া আমি ধারণা করিয়াছিলাম গাহ্ বা চাহ্ ধাতুর ভবিষ্যতে একমাত্র 'গাইব' 'চাইব' হওয়াই সম্ভব। আমি নিজে 'গাইব' বলি এবং বহু লোকের মুখে শুনিয়াছিও ঐরূপ। রবীন্দ্রনাথের সহিত আলোচনার পর অনেকের সঙ্গে কথা বলিয়াছি। তাহার ফলে এখন বুঝিতে পারিতেছি কথ্য ভাষায় কোন কোন স্থলে বিকল্পে ই লোপ হইয়া থাকে। এই লোপের ক্ষেত্র কত বৃহৎ বা ক্ষুদ্র সে আলোচনা অনাবশ্যক। এখানে একটি সুদূর-প্রসারী সাধারণ বিধির ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে এই কথাই আমি সবিনয়ে বলিতে চাই। 'খাব' 'যাব'র সাদৃশ্যবশতই হউক অথবা অন্য যে কোন কারণে হউক 'গাব' শব্দ তাহার প্রদর্শিত নিয়মের বন্ধনে ধরা দেয় নাই। ইহাকে যদি অশুদ্ধ বলি সে এই হিসাবেই। কিন্তু ঠিক অশুদ্ধ আমি বলি নাই—"তথাকথিত অশুদ্ধ" বলিয়াছি।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলি। আস্ ধাতুর নিত্য বর্তমানে 'আস' (আসিয়া থাক) হওয়া উচিত। আমার যত দূর মনে হয় রবীন্দ্রনাথও তাহাই বলেন। কিন্তু ঐ স্থলে অনুজ্ঞার সাদৃশ্যে 'এস' শব্দের ব্যবহার সাহিত্যেও বেশ চলিয়া গিয়াছে দেখিতে পাই, কথোপকথনের মধ্যে ত কথাই নাই। তথাপি ব্যাকরণের নিয়মে কি উহাকে অশুদ্ধ বলিবেন না?

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "দোহা ক্রিয়াপদের আরম্ভে ওকার আছে তারই জোরে ই থেকে যায়—বলি 'গোরু দুইবে'।" এ বিষয়ে আমার কিছু বলিবার আছে। আমি বলি, দোহা ক্রিয়াপদের ধাতুরূপ √দুহ্ এবং এই দুহের 'হ' ই দুইবে-র 'ই'কে লুপ্ত হইতে দেয় না। এখানেও রবীন্দ্রনাথের আবিষ্কৃত বিধানই বলবান্ বলিয়া আমার বিশ্বাস।

√পোহা ধাতুর "পুইবে" রূপ হইতে পারে বলিয়া তাঁহার সন্দেহ হয়। কিন্তু শব্দটা যেন অত্যন্ত অচেনা অচেনা ঠেকিতেছে। "পুইবে"র অনুরূপ একটি শব্দও খুঁজিয়া পাইতেছি না। পোহার মত আর কয়েকটি ণিজন্ত ধাতুর নাম করা যাক। যথা,—গাহা, চাহা, নাহা, সহা ইত্যাদি। ইহাদের ভবিষ্যৎ রূপ হইবে গাওয়াবে, চাওয়াবে, নাওয়াবে, সওয়াবে; বিকল্পে গাইবে চাইবে হইতে পারে না। গয়লাকে দিয়ে দুধ "দোয়াবে" বলি, "দুইবে" বলি না। 'দুইবে' অণিজন্ত √দুহ্ ধাতুর ভবিষ্যৎ রূপ, 'দোয়াবে' ণিজন্ত √দোহা র। √দাঁড়া, √বেড়া প্রভৃতি ধাতুর মত পোহা র অণিজন্ত রূপ নাই। পোহার অণিজন্ত রূপ √পুহ্ থাকিলে তাহার ভবিষ্যতে 'পুইবে' হওয়া সম্ভব ছিল। 'পোহা' হইতে 'পুইবে' পদ যদি পাওয়া যায় তাহা হইলে উহাকে একমাত্র ব্যতিক্রম বলিয়াই ধরিতে হইবে।

স্বরলিপি

গান—দুঃখের তিমিরে যদি জ্বলে তব মঙ্গল আলোক

কথা ও সুর—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি—শ্রীশান্তিদেব ঘোষ

II	সা	-গা	গা	।	গা	গা	-া	I	গা	গা	-া	।	গা	গা	-া	I
	দুঃ	০	খে		র	তি	০		মি	রে	০		য	দি	০	
												॥				
I	গা	-া	-রা	।	রা	-মা	-া	I	গা	-া	-া	।	হ্মা	পা	-হ্মা	I
	জ্ব	০	০		লে	০	০		০	০	০		ত	ব	০	
I	পা	-না	না	।	ধা	পা	-হ্মা	I	ধপা	-মা	-পা	।	মা	গা	-মা	I
	ম	ঙ্	গ		ল	আ	০		লো০	০	০		য	দি	০	
I	রা	-া	গমা	।	মগা	-া	-া	I	-া	-া	-া	।	র্সা	র্সা	-না	I
	জ্ব	০	০০		লে	০	০		০	০	০		ত	বে	০	
I	র্সা	-া	-র্গা	।	র্রা	-র্সা	-া	I	-া	-র্সা	-া	।	র্সা	র্সা	-না	I
	তা	০	ই		হো	০	০		০	ক্	০		ত	বে	০	

I ধা -া নর্সা । না -া -া I ধনা -ধা -পা । হ্মপা -া -া II
তা ০ ০ই হো ০ ০ ০ ০ ০ ক্ ০ ০

-া -া -া II পা পা পা । না ধা -না I র্সা র্সা -া ।
০ ০ ০ মৃ ০ ত্যু য দি ০ কা ছে ০

। র্সা র্সা -না I ধা -না -ধা । ধা র্সা -া I র্সা -া -া ।
আ নে ০ তো ০ ০ মা ০ ০ ব্ ০ ০

। -া -া -া I র্সা র্সর্গা র্গা । র্রা -া -া I র্সা -া র্সা । র্সা র্সা -না I
০ ০ ০ অ মৃ০ ত ম ০ য় লো ০ ক্ ত বে ০

I ধা -া র্সা । না -া -া I না -া -া । ধা ধা -পা I
তা ০ ই হো ০ ০ ক্ ০ ০ ত বে ০

I পা হ্মা -ধা । পা -া -া I -া -া -া । -া -া -া II
তা ই ০ হো ০ ০ ক্ ০ ০ ০ ০ ০

II গপা পা পা । পা পা পা I পা -া -া । পা -হ্মা -গা I
পূ জা র প্র দী পে ত ০ ০ ব ০ ০

I গা -া -হ্মা । গা হ্মপা হ্মা I গা -া -া । গা গা -সা I
জ্ব ০ ০ লে ০০ য দি ০ ০ ম ম ০

I গা -া -সা । পা -া -গা I রসা -া -া । সা সা -রা I
দী ০ ০ ০ ০ প্ত শো০ ০ ক্ ত বে ০

I গা -া -সা । পা -া -গা I রসা -া -সা । -া -া -া II
তা ০ ০ ০ ০ ই হো০ ০ ক্ ০ ০ ০

II পা -া গা । পা পা -ধা I ধর্সা র্সা -া । র্সা র্সা -া I
অ ০ শ্রু আঁ খি ০ প রে ০ য দি ০

I র্সা র্রা -া । র্সা -রা -র্গা I র্গর্সা -া -া । র্সা র্সা -না I
ফু টে ০ ও ০ ০ ঠে ০ ০ ত ব ০

I ধা -া -না । ধা র্সা না I ধপা -া পা । পা -পা -হ্মা I
স্নে ০ ০ ০ ০ হ চো ০ খ ত বে ০

I গা -া -হ্মা । -পা -া -না I ধপা -া পা । হ্মা গা -া I
তা ০ ০ ০ ০ ই হো ০ ক্ ত বে ০

I গা -া সা । পা -া গা I রসা -া -া । -া -া -া II II
তা ০ ০ ই ০ ০ হো ০ ক্ ০ ০ ০

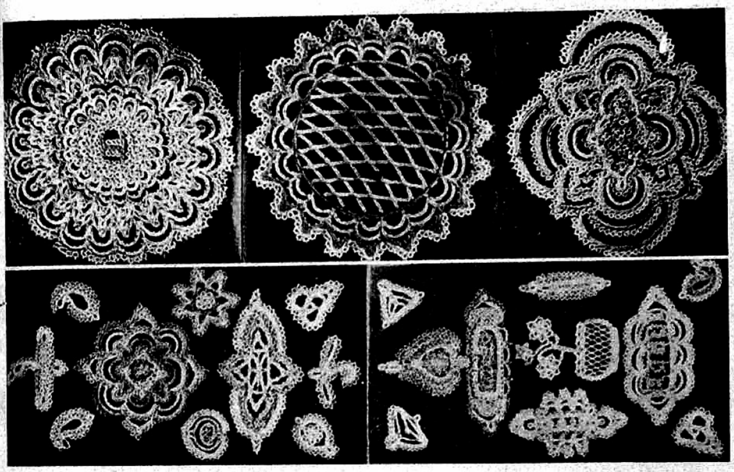

মহিলা-সংবাদ

মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমার অন্তর্গত লক্ষ্যা গ্রাম নিবাসিনী শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী ইতিপূর্ব্বে একবার আমাকে তাঁহার তৈরি অনেকগুলি সুন্দর বড়ি পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। এবৎসরও আবার শ্রীযুক্ত স্বদেশনারায়ণ মাইতি শ্রীমতী হিরণ্ময়ীর অনেক বড়ি আমাকে দিয়াছেন। এগুলির আকৃতি ও বর্ণবিন্যাস চমৎকার। আকৃতি কতকটা ফোটোগ্রাফগুলি হইতে বুঝা যাইবে, কিন্তু নানা রঙের বিন্যাস তাহা হইতে বুঝা যাইবে না; অনেকগুলি বড়ি যে কত বড় তাহাও বুঝা যাইবে না। বৃত্তাকার কোন-কোনটির ব্যাস এবং চারি-কোণা কোন-কোনটির দৈর্ঘ্যপ্রস্থ এক হাত বা ততোধিক। সবগুলি ভাজিয়া খাইবার উপযুক্ত! কিন্তু রসনাতৃপ্তির উপায় বলিয়া সেগুলির প্রশংসা করিতেছি না। ছাঁচের সন্দেশ যাঁহারা করেন, তাহাতে তাঁহাদের বিশেষ কিছু দক্ষতা প্রকাশ পায় না—ছাঁচ যে সূত্রধর নির্ম্মাণ করেন দক্ষতা প্রধানতঃ তাঁহার। কিন্তু এই বড়িগুলির পরিকল্পনা রচনায় ও পরিকল্পনার অনুযায়ী বড়ি দেওয়াতে, যিনি এই কাজ করেন তাঁহারই শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশ পাইতেছে। নানা-

শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী বড়ি দিতেছেন